কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

প্রাথমিক-এবতেদায়ির ফলাফলে অগ্রগতি

পাসের হার যথাক্রমে ৯৮.৫২ ও ৯৫.১৩

শরীফুল আলম সুমন ▷

পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক ও এবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় খুদে শিক্ষার্থীরা বড় সাফল্য অর্জন করেছে। দুই পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে পাস করেছে ৩১ লাখ তিন হাজার ৩৭২ জন। এবার প্রাথমিকে ৯৮.৫২ শতাংশ এবং এবতেদায়িতে ৯৫.১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। যেখানে গতবার প্রাথমিকে ৯৭.৯২ শতাংশ এবং এবতেদায়িতে ৯৫.৯৮ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছিল। এবার প্রাথমিকে জিপিএ ৫ পেয়েছে দুই লাখ ৭৫ হাজার ৯৮০ জন ও এবতেদায়িতে পাঁচ হাজার ৪৭৩ জন। গতবার প্রাথমিকে দুই লাখ ২৪ হাজার ৪১১ জন এবং এবতেদায়িতে ছয় হাজার ৫৪১ জন জিপিএ ৫ পেয়েছিল।

এবার প্রাথমিকের এই অগ্রগতির মধ্যেও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় সব সূচকেই পিছিয়ে রয়েছে। নতুন সরকারি ২৫ হাজার ৪৬৫টি বিদ্যালয়ের পাঁচ লাখ ৮৭ হাজার ৩০৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে জিপিএ ৫ পেয়েছে মাত্র ১৩ হাজার ২২ জন। এমনকি শতভাগ পাসের দিক থেকেও পিছিয়ে এই স্কুলগুলো। শিক্ষাবিদরা বলছেন, জাতীয়করণের আগে এই

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

প্রাথমিক-এবতেদায়ির

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

স্কুলগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তেমন কোনো মনিটরিং ছিল না। শিক্ষকরা ইচ্ছেমতো আসতেন আবার যেতেন। যোগ্যতা না থাকলেও টাকার বিনিময়ে এসব স্কুলে নিয়োগ পেয়েছেন বেশির ভাগ শিক্ষক। ছিল না তেমন প্রশিক্ষণও। আর ২০১৩ সালে বিপুল সংখ্যক স্কুল জাতীয়করণ হলেও শিক্ষকরা ব্যস্ত রয়েছেন তাঁদের সরকারিকরণের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে। ফলে ভালো ফলাফল করতে পারছে না এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা। আর মোট স্কুলের প্রায় ৪০ শতাংশ এই ক্যাটাগরিতে থাকায় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই স্কুলগুলো।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেশি পাস করা আর জিপিএ ৫ পাওয়া মানেই শিক্ষার মান বেড়ে যাওয়া নয়। এটা সম্পূর্ণই আলাদা ব্যাপার। তবে প্রায় শতভাগ পাস করা শিশুদের আমরা অনুৎসাহিত করতে চাই না। তবে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ভালো করছে। কারণ তাদের শিখন পদ্ধতি অনেক বেশি মানসম্পন্ন। আর নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে একই লেভেলিংয়ে আনতে হবে। তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।'

প্রাথমিক সমাপনীতে এ বছর অংশ নেয় ২৮ লাখ ৩৯ হাজার ২৩৮ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৭ লাখ ৯৭ হাজার ২৭৪ জন। উত্তীর্ণদের মধ্যে ১২ লাখ ৭৭ হাজার ১৪৬ জন ছাত্র ও ১৫ লাখ ২০ হাজার ১২৮ জন ছাত্রী। অন্যদিকে এবতেদায়িতে অংশ নেয় দুই লাখ ৫৪ হাজার ১৩৪ জন। পাস করেছে দুই লাখ ৫১ হাজার ২৩৬ জন। এর মধ্যে এক লাখ ২৮ হাজার ৪২৫ জন ছাত্র ও এক লাখ ২২ হাজার ৮৪১ জন ছাত্রী।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে প্রাথমিক ও এবতেদায়ির ফলের অনুলিপি তুলে দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করেন। এর পরই সব স্কুলের বোর্ডে ফল টাঙিয়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও টেলিটকের ওয়েবসাইট এবং মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানতে পারে শিক্ষার্থীরা। আগের বছরগুলোতে মন্ত্রণালয় ফলের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করলেও এবার খুবই সংক্ষিপ্ত তথ্য দেওয়া হয় সাংবাদিকদের। আর সেরা স্কুল ও মাদ্রাসার তালিকাও প্রকাশ করেনি মন্ত্রণালয়।

ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, 'এই পরীক্ষা হচ্ছে বলেই কোথায় খারাপ ফল হচ্ছে আর কোথায় ভালো ফল হচ্ছে তা আমরা জানতে পারছি। যেসব স্কুল খারাপ ফল করছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। আর সেসব স্কুল যেসব উপজেলায় অবস্থিত সেই শিক্ষা কর্মকর্তাদেরও জবাবদিহি করতে হবে। আর এ জন্য শিক্ষা প্রশাসনকেও দায় নিতে হবে।'

ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এবার ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরা ভালো করেছে। উত্তীর্ণদের মধ্যে ১২ লাখ ৭৭ হাজার ১৪৬ জন ছাত্র ও ১৫ লাখ ২০ হাজার ১২৮ জন ছাত্রী। ছাত্রদের পাসের হার ৯৮.৪৫ শতাংশ। আর ছাত্রীদের পাসের হার ৯৮.৫৮ শতাংশ। এবার এক লাখ ২৬ হাজার ৫০১ জন ছাত্র জিপিএ ৫ পেয়েছে। অন্যদিকে এক লাখ ৪৯ হাজার ৪৭৯ জন ছাত্রী জিপিএ ৫ পেয়েছে। ২০১৪ সালে প্রাথমিকে পাসের হার ছিল ৯৭.৯২ শতাংশ। এবার ৯৮.৫২ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় এবার জিপিএ ৫ বেড়েছে ৫১ হাজার ৫৭১ জন। অন্যদিকে এবতেদায়িতে গত বছরের তুলনায় জিপিএ ৫ কমেছে এক হাজার ৬৮ জন।

এবার ১০৬টি বিদ্যালয়ে ৬৫৪ জন শিক্ষার্থীর কেউই পাস করেনি। ধরন অনুযায়ী সর্বোচ্চ পাসের হার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯৯.৯৭ শতাংশ। পিটিআইসংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় ৯৯.৬৯ শতাংশ, ব্র্যাক পরিচালিত বিদ্যালয় ৯৯.৬৬ শতাংশ, উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৯.৩৬ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেন ৯৯.৩৬ শতাংশ, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৯.১৭ শতাংশ, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৮.৮০ শতাংশ, অস্থায়ী ও অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৮.৩৭ শতাংশ, এক হাজার ৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পে ৯৮.৩২ শতাংশ, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৭.৬২ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৭.৫৭ শতাংশ, এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় ৯৭.২০ শতাংশ, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৬.৫৪ শতাংশ, নন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৬.১৮ শতাংশ, শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৫.১৮ শতাংশ এবং আনন্দ স্কুলে ৯১.৮৫ শতাংশ।

নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই জিপিএ ১ থেকে ৩.৫-এর মধ্যে পেয়েছে। এই ক্যাটাগরিতে রয়েছে তিন লাখ ২৭ হাজার ২৬৯ জন। জিপিএ ৩.৫ থেকে ৫-এর নিচে পেয়েছে দুই লাখ ছয় হাজার ৩৩ জন। আর জিপিএ ৫ পেয়েছে মাত্র ১৩ হাজার ২২ জন। অকৃতকার্য হয়েছে ১৩ হাজার ৫৮৪ জন। আর ১০টি বিদ্যালয় থেকে একজনও পাস করতে পারেনি।

পাসের হার বিবেচনায় প্রাথমিকে সাত বিভাগের মধ্যে রাজশাহী শীর্ষে। এখানে পাসের হার ৯৯ শতাংশ। ৬৪ জেলার মধ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রথম। এখানে পাসের হার ১০০ শতাংশ। সারা দেশে ৫০৯ উপজেলার মধ্যে ২৩টি উপজেলায় শতভাগ পাস করেছে। পাসের হারের দিক থেকে সিলেট বিভাগে পাসের হার সর্বনিম্ন ৯৬.৭৯ শতাংশ। বরগুনা জেলার পাসের হার সর্বনিম্ন ৯৩.৮২ শতাংশ এবং বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার পাসের হার সর্বনিম্ন ৮২.৭১ শতাংশ। সারা দেশে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন চার হাজার ৬৪০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে চার হাজার ২৬২ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ৯৬.৬৪ শতাংশ।

প্রাথমিকে এবার শিক্ষার্থীরা প্রায় প্রতিটি বিষয়েই ভালো করেছে। বাংলায় পাস করেছে ৯৯.৭৪ শতাংশ, ইংরেজিতে ৯৯.১৮ শতাংশ, গণিতে ৯৯.৩৬ শতাংশ, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে ৯৯.৭৮ শতাংশ, প্রাথমিক বিজ্ঞানে ৯৯.৭২ শতাংশ এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ৯৯.৯১ শতাংশ।